PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:-The Statesman (Kolkat Plus)

Date: - 1st February,2020

Page :- 15

Annual Shipping Conclave on Future Strategies of the Shipping Industry – Vision 2030 organized by The Bengal Chamber at ITC Sonar on 31st January, 2020

City to get new shipyard, CSL units at Nazirgunj, Salkia

STATESMAN NEWS SERVICE
KOLKATA, 31 JANUARY

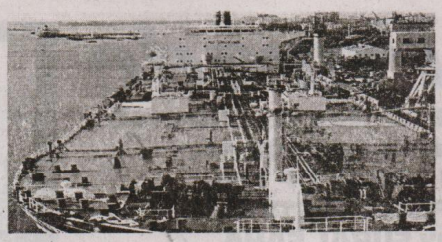

The chairman and managing director of Cochin Shipyard Limited (CSL), Madhu S Nair, on Friday said that CSL, a public sector undertaking, is building a shipyard in Kolkata at a cost of Rs 160 crores with two of its units in Nazirgunj and Salkia.

The first phase of the project is expected to kick off by October this year and will construct vessels for the Inland Waterways Authority of India (IWAI).

Talking to reporters at the sidelines of the 'Annual Shipping Conclave', organised by the Bengal Chamber of Commerce and Industry (BCC&I), the Nair said "We are setting up a shipyard in Kolkata and for that we are investing about Rs 160 crores. It will be named Hooghly Cochin Shipyard Limited. There will be two units, one in Nazirgunj and the other in Salkia. The first phase of work will be initiated at Nazirgunj by October 2020. We will take up the phase-2 of the project at Salkia once Nazirgunj is completed. In Nazirgunj, vessels for the inland waterways will be constructed."

"India can do well in shipbuilding and repair in certain spaces and one such is coastal vessels and inland waterways vessels. We are building 10 inland waterways vessels for the IWAI and all of them will be transported to Kolkata from where four vessels will be deployed in the Ganges and four in Brahmaputra." said Nair.

He further highlighted, "In Kolkata, we have also opened a ship repair facility in agreement with the Kolkata Port at the Netaji Subhas dry docks. We have already started operations at minimal level and we are recruiting more officers. Already two ships have undergone repairs. It is being done in a leasing cum profit sharing model with Kolkata Port Trust which gets 40 per cent of the profit and 60 per cent is ours. We believe that our Indian market has the potential for growth."

Nair pointed out, "The CSL is also setting up an international ship repair facility. We are leasing out 42 acres from the Cochin Port Trust for the shipyard and an investment of 970 crores approximately is being made for the purpose." It may be mentioned that the Government of India owns 75 per cent of Cochin Shipyard Limited.

Meanwhile, the ministry of shipping is mulling plans to set up a global ship repairing hub where best technology can be provided along with skilled manpower and which will help increase the number of ships being repaired in India, said Satinder Pal Singh, joint secretary-shipping, ministry of shipping, Government of India.

He said "The ministry is planning to set up a global hub but it still is at a planning stage. We are analysing the conditions and the place to set it up. We have not zeroed in on any specific location. The ministry also has been banking on utilisation of dry docks for ship repairing facility."

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- Millennium Post

Date: - 1st February,2020

Page :- 03

Annual Shipping Conclave on Future Strategies of the Shipping Industry – Vision 2030 organized by The Bengal Chamber at ITC Sonar on 31st January, 2020

International maritime trade on the decline, reveals senior officials

OUR CORRESPONDENT

KOLKATA: Senior officials from the maritime sector have pointed out that the trade through sea has been on the decline.

According to IBEF data, the total exports from India (Merchandise and Services) registered a growth of 1.60 percent year-on-year during April-November 2019 to US$ 353.96 billion, while total imports estimated to be US$ 408.02 billion, exhibited a negative growth of 5.30 percent according to data from the Ministry of Commerce & Industry.

"Allied sectors that are adversely affected by fall in figures of international trade are container vessels, bulk carriers, project cargo vessels, break bulk conventional vessels, ports, ship builders, ship management companies, classification surveyors, marine insurance companies, ports, barge industry, dredging companies, salvage companies, cargo and vessel surveyors, etc." said Capt S B Mazumder, chairperson, Shipping Committee of the Bengal Chamber.

He was addressing the "Annual Shipping conclave – Future Strategies of The Shipping Industry-Vision 2030," organised by The Bengal Chamber at a city hotel on Friday.

According to the officials, the maritime sector plays a significant role and contributes to international trade and cargo movement of a country. The sector has been experiencing a state of uncertainty, which is eventually affecting international trade and the GDP.

Satinder Pal Singh, the Joint Secretary-Shipping of the Ministry of Shipping, said while addressing the conclave: "The Ministry wants to provide an enabling environment for ports so that they can compete with the best in the world. Most of our vessels go abroad for repairs. It also wants to have at least one world-class ship repair facility or hub, similar to the one in Cochin. There is focus on cruise tourism as well."

"Our main focus is on port and logistics, power generation and infrastructure and mining logistics. We are committed to bringing clean energy to the country and we also want India to have sufficient electricity and are very focused on solar business," said Capt Sandeep Mehta, chairman, Ports and Shipping Committee ASSOCHAM.

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- Bartaman

Date:- 7th February 2020

Page:- 05

Annual Shipping Conclave on Future Strategies of the Shipping Industry- Vision 2030 organized by The Bengal Chamber at ITC Sonar, on 31st January 2020.

গভীর সমুদ্রে জাহাজের ধোঁয়া থেকে বায়ুদূষণ আটকাতে সক্রিয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ

কৌশিক ঘোষ • কলকাতা

গাড়ি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট বায়ু দূষণ আটকাতে অনেক বছর ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পর্যায়ে বিভিন্ন বযবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবার গভীর সমুদ্রে যাতায়াত করা জাহাজগুলি থেকে বায়ুদূষণ আটকাতে সক্রিয় হয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের জাহাজ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশান (আইএমও)। আন্তর্জাতিক পথে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে তাদের নির্দেশ বিশ্বের সব জাহাজ সংস্থা মানতে বাধ্য। জাহাজের দূষণ আটকাতে আইএমও যে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তা চলতি জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়ে গিয়েছে। আইএমও নির্দেশ দিয়েছে, জানুয়ারি থেকে সব জাহাজ যে জ্বালানি তেল ব্যবহার করবে, তাতে সালফারের মাত্রা ০.৫ শতাংশের কম থাকতে হবে। এতেই ভারত সহ বিশ্বের সব দেশের জাহাজ সংস্থাগুলি সঙ্কটে পড়েছে। জাহাজ চালানোর জন্য যে ডিজেল ব্যবহার করা হয়, তাতে সালফারের মাত্রা ৩.৫ শতাংশও বা তারও বেশি। কম সালফার যুক্ত ডিজেল ব্যবহার না করলে একটি বিকল্প প্রস্তাবও দিয়েছে আইএমও। সেটি হল সেক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী একটি বিশেষ যন্ত্র জাহাজে লাগাতে হবে।'স্ক্রুবারস' নামে ওই যন্ত্রটি লাগালে ডিজেলে অধিক মাত্রায় সালফার থাকলেও জাহাজ থেকে নির্গত ধোঁয়ার দূষণ কমানো যাবে।

এদেশে তো বটেই গোটা বিশ্বেই মোট জাহাজের নিরিখে খুব কম সংখ্যক জাহাজে ওই যন্ত্র লাগানো হয়েছে। সম্প্রতি জাহাজ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় নরওয়ের একটি স্ক্রুবারস প্রস্তুতকারী সংস্থার চিফ অপারেটিং অফিসার ভিন ওলে স্টোনমেন জানান, মোট প্রায় ৩৫০০-৪০০০ জাহাজের মধ্যে মাত্র তিন হাজারের কিছু বেশি এই যন্ত্রটি লাগিয়েছে। ভারতে একটি জাহাজ সংস্থা তাদের কয়েকটি অয়েল ট্যাঙ্কারে এটি লাগিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মূলত ট্যাঙ্কার ও পর্যটকদের নিয়ে 'ক্রুজ' জাহাজ চলাচল করে সেগুলিতে এটা লাগানো হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আইএমও-র নির্দেশ না মেনে আন্তর্জাতিক পথে জাহাজ চালালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখে পড়তে পারে জাহাজ সংস্থা। জাহাজ আটকে রেখে জরিমানা, মামলা প্রভৃতি হতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি পরিবেশগত ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। ফলে ওই সব দেশে যে সব সংস্থার জাহাজ যাতায়াত করে, তারা বেশ উদ্বেগের মধ্যে আছে। কলকাতার ওই সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। বণিক সংগঠনের জাহাজ সংক্রান্ত বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন এস বি মজুমদার জানিয়েছেন তাঁরা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

ভারতে এখন ০.৫ শতাংশের কম সালফারের মাত্রা যুক্ত ডিজেল উৎপাদনই হয় না। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা গোয়ায় তাদের রিফাইনারিতে কম সালফার মাত্রার ডিজেল উৎপাদন শুরু করার চিন্তাভাবনা করছে। কম সালফার যুক্ত ডিজেলের দামও বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টনে দামের ফারাক প্রায় তিনশো ডলার। দূষণ প্রতিরোধক যন্ত্রটিও বেশ দামি। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ৩০ হাজার ডলার পর্যন্ত দাম ওই যন্ত্রের। ৬০টির বেশি সংস্থা এটি তৈরি করলেও ভারতে উৎপাদন হয় না। যন্ত্রটিকে জাহাজে লাগাতে কয়েক মাস সময় লাগবে। এখন জাহাজ সংস্থাগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা বেশি দামের ডিজেল ব্যবহার করবেন, না দামী দূষণ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র জাহাজে লাগাবেন। আগামী দিনে জাহাজে ব্যবহার করা ডিজেলে সালফারের মাত্রা আরও কমাতে হবে, এমন ইঙ্গিত আইএমও দেওয়ায় জাহাজ সংস্থাগুলির চিন্তা আরও বাড়ছে।

106
new
kolk
i n

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:- Bartaman

Date: - 1st February,2020

Page :- 09

Annual Shipping Conclave on Future Strategies of the Shipping Industry – Vision 2030 organized by The Bengal Chamber at ITC Sonar on 31st January, 2020

হুগলি ডকের দুটি ইউনিট ঢেলে সাজছে, তৈরি হবে ছোট জাহাজ, অন্যান্য জলযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: হুগলি ডক অ্যান্ড পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের দুটি ইউনিটকে ঢেলে সাজিয়ে সেখানে ফের ছোট জাহাজ ও নানা ধরনের জলযান তৈরি করা হবে। হাওড়ার নাজিরগঞ্জের ইউনিটে প্রথমে উৎপাদন চালু হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড ইতিমধ্যেই হুগলি ডককে অধিগ্রহণ করেছে। কোচিন শিপইয়ার্ডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মধু নায়ার শুক্রবার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড

ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন, নাজিরগঞ্জের ইউনিটের সংস্কারের জন্য প্রায় ১৬০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। হুগলি ডকের ৪৩ জন কর্মী ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। এখানে নতুন করে তিনশো কর্মী ও অফিসার নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী সময়ে সালকিয়া ইউনিটেও উৎপাদন শুরু করা হবে। হুগলি ডক দেশের অন্যতম পুরনো জাহাজ নির্মাণকারী সংস্থা। ১৮১৯ সালে বেসরকারি উদ্যোগে চালু হওয়া এই সংস্থা রুগ্ন হয়ে পড়ায় ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করে। প্রথমে সংস্থাটি শিল্প মন্ত্রকের আওতায় ছিল। পরে আসে জাহাজ মন্ত্রকের অধীনে। তাও সংস্থার হাল না ফেরায় কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থার দুটি ইউনিটকে চাঙ্গা করতে কোচিন শিপইয়ার্ডের হাতে তুলে দেয়। কোচিন শিপইয়ার্ড এখানে অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলে উপযুক্ত জাহাজ তৈরি করতে চাইছে। আগামী দিনে হলদিয়া-বারাণসী সহ বিভিন্ন জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়বে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি কলকাতায় এসে জানিয়ে গিয়েছেন, ২০২১ সালের মধ্যে গঙ্গার নাব্যতা বাড়িয়ে বারাণসী পর্যন্ত বড় জাহাজ চালানো হবে। হুগলি ডকইয়ার্ডে বার্জ, টাগ সহ বিভিন্ন ধরনের জলযান তৈরির পরিকাঠামো রয়েছে। আগামী দিনে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে পণ্য পরিবহণে বার্জের চাহিদা বাড়বে। এখন কোচি থেকে জাহাজ, বার্জ নির্মাণ করে আনতে হয়। সেটা এখানেই করতে চাইছে সংস্থা।

কোচিন শিপইয়ার্ড ইতিমধ্যেই কলকাতা বন্দরের নেতাজি সুভাষ ডকে জাহাজ মেরামতির একটি ইউনিট চালু করেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রকল্পটি করা হলেও মূলত এটি কোচিন শিপইয়ার্ড পরিচালনা করছে। সংস্থা এই প্রকল্পে ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এখানে ইতিমধ্যেই দুটি বড় জাহাজ মেরামত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সতীন্দার পাল সিং সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের বড় মাপের জাহাজ মেরামতির হাব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটা কোথায় হবে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খুব বড় আকারের জাহাজ মেরামতের পরিকাঠামো এখনও ভারতে তৈরি হয়নি। জাহাজ ভাঙার শিল্প গড়ে

বাড়বে কর্মসংস্থান

তোলার জন্য দেশে আইন করা হয়েছে। গুজরাতে জাহাজ ভাঙার কারখানা তৈরি হয়েছে। দেশের জাহাজ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আয়োজিত কনক্লেভে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সামগ্রিক আর্থিক মন্দার ফলে জাহাজ শিল্পে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে আমদানি প্রায় ৫.৩ শতাংশ কমেছে। তবে আগামী দিনে জাহাজ শিল্পে বিকাশের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বেঙ্গল চেম্বারের জাহাজ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন এস বি মজুমদার জানিয়েছেন, পণ্য পরিবহণের খরচ বৃদ্ধি, দূষণ জনিত বিধিনিষেধ সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে জাহাজ শিল্প যে সমস্যায় পড়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে আলোচনা হয়েছে।

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

PRESS CLIP

grey matter pr

Publication:-The Times of India

Date: - 1st February,2020

Page :- 12

Annual Shipping Conclave on Future Strategies of the Shipping Industry – Vision 2030 organized by The Bengal Chamber at ITC Sonar on 31st January, 2020

Shipping ministry seeks to allay fears of maritime sector

Jayanta.Gupta
@timesgroup.com

Kolkata: A day before Union Budget 2020-21 is placed before Parliament, Satinder Pal Singh, joint secretary shipping, ministry of shipping, attempted to allay apprehensions regarding a negative growth in imports. On Friday, while addressing The Bengal Chamber's Annual Shipping Conclave, Singh said how the government wants to deregulate tariff of major ports to make them more competitive and develop large deep water container and bulk cargo ports.

According to the ministry of commerce & industry, total imports have registered a negative growth of 5.30% in the April-November 2019 period compared to last year. According to S B Mazumder, chairperson, shipping committee, The Bengal Chamber: "Allied sectors that have been adversely affected include all kinds of vessel owners, ports, ship builders, ship management companies, classification surveyors, marine insurance companies, ports, barge industry, dredging companies salvage companies, cargo and vessel surveyors."

Total imports have registered a negative growth of 5.30% in the April-November 2019 period compared to last year

"The ministry wants to provide an enabling environment for ports so they may compete with the best in the world. For this, deregulation of tariffs is being considered," Singh said.

Cochin Shipyard Ltd chairman and managing director Madhu S Nair spoke on how his company is setting up a shipyard in Kolkata and investing Rs 160 crore in the Hooghly Cochin Shipyard Limited.

106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a

W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com